দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 MAR 1986 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের অনুদান ৬০ ভাগ বেড়েছে

বেসরকারী স্কুলশিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার ক্ষেত্রে অনুদান সরকার ৬০ শতাংশ বাড়িয়েছেন। শনিবার এক তথ্য বিবরণীতে একথা জানানো হয়।

তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যাবলী সমাধানে প্রথম হতেই অত্যন্ত সচেষ্ট। ইতিপূর্বে বেসরকারী শিক্ষকগণ সরকারী শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ এবং মাসিক ৬০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পেতেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে সরকারী খাতে মহার্ঘ ভাতা চালু হবার প্রেক্ষিতে বেসরকারী শিক্ষকদেরকেও একই হারে মহার্ঘ ভাতা এবং তৎসহ বাড়িভাড়া বাবদ মাসিক ১০০/- টাকা সরকার প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালের সংশোধিত বেতনক্রম চালু

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী স্কুল

(১-এর পৃঃ পর)

করা হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যও সংশোধিত বেতনক্রমের ভিত্তিতে বেতন বাবদ অনুদান বৃদ্ধি করা হয়।

এ নতুন আদেশ অনুসারে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত আর্থিক সুবিধাদি ভোগ করবেন: ক) ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ থেকে তাঁদের স্ব স্ব সংশোধিত বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক স্তরের শতকরা ৬০ ভাগ বেতন বাবদ সরকারী অনুদান পাবেন। উল্লেখ্য, পূর্বে একজন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেতন বাবদ অনুদান পেতেন অ... শ' ৭৫ টাকা। এখন তিনি এ... হাজার চারশ ৪০ টাকা পাবেন। অনুরূপভাবে একজন সহকা... শিক্ষক ইতিপূর্বে বেতন বাবদ সরকার হতে পাঁচশ টাকা পেতেন। ১লা মার্চ ১৯৮৬ হতে তিনি আটশ ১০ টাকা হারে পাবেন। খ) প্রত্যেক শিক্ষককে ইতিপূর্বে একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়েছিল। পুরাতন স্কেলে একজন প্রধান শিক্ষক এ বাবদ ৬৫ টাকা পেতেন। সরকারী শিক্ষকদের বেলায় এটা ছিল ৪৫ টাকা। নতুন স্কেলে এই ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে একশ ২০ এবং ৯০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। গ) বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারিগণ ১লা মার্চ ১৯৮৬ হতে চিকিৎসা ভাতা বাবদ ৬০ টাকার পরিবর্তে মাসিক একশ টাকা হারে পাবেন। ঘ) শিক্ষক ও কর্মচারিগণের জন্য মাসিক একশ টাকা হারে বাড়িভাড়া হিসাবে প্রদত্ত অনুদান অব্যাহত থাকবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হতে দেখা যাবে যে, পূর্বে একজন প্রধান শিক্ষক সর্বসাকুল্যে বেতন ও ভাতাদি বাবদ সরকার হতে মাসিক এক হাজার এক শ টাকা পেতেন। এখন তিনি পাবেন মাসিক এক হাজার সাতশ ৬০ টাকা। অনুরূপভাবে একজন সহকারী শিক্ষক যিনি পূর্বে পেতেন সাতশ পাঁচ টাকা, বর্তমানে তিনি পাবেন মাসিক এক হাজার একশ টাকা।

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রদত্ত অনুদান ১লা মার্চ ১৯৮৬ হতে দ্বিগুণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পূর্বে একশ ৪৪ টাকা অনুদান হিসাবে পেতেন। এখন এটা দুশ ৮৮ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে পূর্বে প্রদত্ত অনুদান একশ ২০ টাকার স্থলে দুশ ৪০ টাকা করা হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত হারে অনুদান প্রদানের ফলে এই খাতেই শুধু সরকারের বাৎসরিক অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় একশ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদানে উপরোল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে সরকার আশা করেন যে, দেশ ও জাতির এবং বিশেষ করে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে ধর্মঘটী শিক্ষকগণ অবিলম্বে তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করবেন।

৩ জন গ্রেফতার
শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

শনিবারও রাজধানীর অধিকাংশ বেসরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকদের ধর্মঘট পালিত হয়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আহবানে দুই দফা দাবীতে বেসরকারী শিক্ষকরা গত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে এই ধর্মঘট চালিয়ে আসছেন।

গতকাল ধর্মঘটের অষ্টম দিনে বেসরকারী হাইস্কুলের শিক্ষকদের একটি মিছিল ঢাকা বোর্ড অফিসের সামনে পিকেটিং করতে থাকেন। তারা বোর্ড অফিস ঘেরাও করে রাখেন এবং আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন সেন্টারে যাতে কোন খাতাপত্র পাঠান না হয় সে জন্যে আপত্তি

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

জানান। এক পর্যায়ে শিক্ষকরা খাতাপত্র পাঠানোর ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করলে পুলিশ তিনজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকরা হলেন: জনাব সাইফুল আলম, জনাব হারুনর রশীদ ও শ্রী নিখিলচন্দ্র সূত্রধর। এ নিয়ে গত দুদিনে এ ব্যাপারে ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হলো।

ফয়জুর রহমানের মুক্তির দাবীতে মিছিল

এদিন মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ফয়জুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল বেসরকারী হাইস্কুলের শিক্ষকদের মুক্তির দাবীতে এই স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের এক মিছিল বের হয়। মিছিলটি আইডিয়াল হাইস্কুল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আবদুন নূর চৌধুরী ও মহাসচিব জনাব নজরুল ইসলাম গতকাল এক বিবৃতিতে অবিলম্বে তাদের দাবী মেনে নেয়া এবং গ্রেফতারকৃত সকল শিক্ষক কর্মচারীদের বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানিয়েছেন।

এদিকে সরকার থেকে ৬ই মার্চ এসএসসি পরীক্ষা হবে বলে জানান হয়েছে।